তারিখ ..25 JUN 2015...
পৃষ্ঠা ...১২ কলাম... ২.....

আমাদের সময়

৭০ শতাংশ পাস থাকার শর্তে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্তি

এম এইচ রবিন ●

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তির ক্ষেত্রে নতুন শর্ত আরোপ করা হয়েছে। এ শর্ত অনুযায়ী, এমপিওভুক্তির জন্য শহরাঞ্চলে ৬০ ও মফস্বলে ৪০ পরীক্ষার্থী থাকতে হবে। পাবলিক পরীক্ষায় পাসের হার থাকতে হবে ৭০ শতাংশ। আগের নীতিমালায় শহরে ৫০ ও মফস্বলে ৩০ পরীক্ষার্থী এবং পাসের হার ৫০ শতাংশ থাকার শর্ত ছিল। জানা গেছে, নতুন নীতিমালা অনুযায়ী বেসরকারি স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসায় শিক্ষক-কর্মচারীদের নতুন পদ সৃষ্টি করা হবে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশক্রমে নীতিমালার এমন খসড়া চূড়ান্ত করেছে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর (মাউশি)। এরই মধ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয় খসড়াটি নিয়ে একটি কর্মশালা করে শিক্ষা সংশ্লিষ্টদের মতামত নিয়েছে। এখন খসড়াটি চূড়ান্তকরণের কাজ চলছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে। এরপর মন্ত্রণালয় সরকারি আদেশ জারি করবে।

বেসরকারি স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার শিক্ষক-

পাবলিক পরীক্ষায় শহরে ৬০ ও মফস্বলে ৪০ শিক্ষার্থী থাকতেই হবে

কর্মচারীদের জন্য সরকারি বেতান-ভাতার অংশকে এমপিও বলা হয়। এমপিও সুবিধা পেতে নীতিমালার শর্ত পূরণ করে সরকারের কাছে আবেদন করার নিয়ম আছে। বর্তমানে প্রায় ৭ হাজারের বেশি এমন আবেদন জমা পড়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে।

সর্বশেষ ২০১০ সালে ১ হাজার ৬০০-এর কিছু বেশি বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করা হয়। এখন আবার এ নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। এদিকে সংসদ সদস্যদের চাহিদা অনুযায়ী প্রায় ১ হাজার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্ত করার উদ্যোগ নেওয়া হলেও অর্থ সংকটের কারণে মন্ত্রণালয়ে ফাইল আটকে আছে বলে জানা গেছে।

নীতিমালা প্রণয়ন কমিটির সদস্য মাউশির এক জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা জানান, নতুন নিয়ম অনুসারে বিদ্যালয় এমপিওভুক্ত করতে চাইলে অবশ্যই পাবলিক পরীক্ষায় শহরাঞ্চলে ৬০ ও মফস্বলে ৪০ পরীক্ষার্থী থাকতেই হবে। পাবলিক পরীক্ষায় পাসের হার থাকতে হবে ৭০ শতাংশ।

নতুন নিয়মে স্নাতক (পাস) স্তরের কলেজ এমপিওভুক্তির জন্য শিক্ষার্থী থাকতে হবে শহর এলাকায় ৫০ ও মফস্বলে এরপর পৃষ্ঠা ১১, কলাম ৪

৭০ শতাংশ পাস থাকার শর্তে

(শেষ পৃষ্ঠার পর) ৩৬ জন। আগের নিয়মে ছিল শহরে ৪০ ও মফস্বলে ২৬ জন। আর পাসের হার থাকতে হবে কমপক্ষে ৬০ শতাংশ। বর্তমানে এ হার ৫০ শতাংশ।

দাখিল ও আলিম স্তরের মাদ্রাসা এমপিওভুক্তির জন্য পাসের হার ৭০ শতাংশ লাগবে। পরীক্ষার্থী থাকতে হবে শহরে ৪০ ও মফস্বলে ৩০ জন। বর্তমান নিয়মে শহরে ৩০ ও মফস্বলে ২০ পরীক্ষার্থী হলেও চলে।

নতুন পদ বাড়ানোর বিষয়ে খসড়া নীতিমালায় বলা হয়েছে, প্রতিটি নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পদ বাড়বে সাতটি। এই স্তরে বর্তমানে অনুমোদিত পদ আছে ৯টি। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রস্তাব করা হয়েছে ২২টি পদ। এখন আছে ১৬টি। বিদ্যমান জনবল কাঠামো অনুযায়ী নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বাংলা, ইংরেজি, সমাজবিজ্ঞান বিষয়ে একটি শিক্ষকের পদ আছে। প্রস্তাবিত কাঠামোতে প্রতিটি বিষয়ে একটি করে মোট তিনটি শিক্ষকের পদ সৃষ্টি করতে বলা হয়েছে। অর্থাৎ দুটি পদ বাড়ছে। মাদ্রাসায়ও বাড়বে পদ।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে বর্তমানে বাংলা, ইংরেজি, সমাজবিজ্ঞান/ব্যবসায় শিক্ষা বিষয়ের জন্য তিনটি শিক্ষকের পদ আছে। প্রস্তাবিত কাঠামোয় ব্যবসায় শিক্ষা চালু থাকলে ওই বিষয়ে আরও একটি পদ সৃষ্টি করতে বলা হয়েছে। এই স্তরে বিজ্ঞানে সহকারী শিক্ষকের পদ আছে একটি, সেখানে ভৌতবিজ্ঞানের জন্য একটি ও জীববিজ্ঞানের জন্য আরেকটি পদ সৃষ্টি করা হচ্ছে। খসড়া অনুযায়ী প্রতি স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসায় তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি বিষয়ে একটি শিক্ষকের পদ সৃষ্টি করতে বলা হয়েছে।

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ আমাদের সময়কে জানান, শিগগির নীতিমালাটি চূড়ান্ত ও ভবিষ্যতে এই নীতিমালার আলোকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করা হবে।

মাউশির তথ্যানুযায়ী, সারা দেশে এমপিওভুক্ত বেসরকারি স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা আছে ২৬ হাজারের বেশি। এর মধ্যে নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয় ৩ হাজার ৩২৬টি, উচ্চবিদ্যালয় ১২ হাজার ৭৭৩টি, দাখিল মাদ্রাসা ৫ হাজার ৩৭১টি, আলিম মাদ্রাসা ১ হাজার ১০৮টি ও মহাবিদ্যালয় (উচ্চ মাধ্যমিক) আছে ১ হাজার ৪৩৫টি। বাকিগুলো ডিগ্রি কলেজ, ফাজিল ও কামিল মাদ্রাসা।